বরিশালবাসী রাজপথে সতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে

বরিশাল অঞ্চলের পৌনে ২ কোটি মানুষের প্রাণের দাবি এই বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এ দাবি প্রতিষ্ঠায় ছাত্র জনতার আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস দুই দশক পুরনো। ১৯৮৫ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলন চলছে এই ২০০৫-এ এসেও। এরই মাঝে রক্ত ঝরেছে বহুবার। তবু প্রতিষ্ঠিত হয়নি এ দাবি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ দাবিটি পূরণের বদলে বর্তমান সরকারের একটি মহল দক্ষিণ জনপদের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে এমন ধারণা এখানকার সাধারণ মানুষের লিখেছেন...শরীফ খিয়াম আহমেদ *বরিশাল থেকে*

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নির্বাচনী ওয়াদাগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বরিশাল বিভাগে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। নির্বাচনে জয়ী হবার পর দক্ষিণাঞ্চল সফরকালেও তিনি একাধিক জনসভায় স্মরণ করেছেন এ ওয়াদাটি। এরই ধারাবাহিকতায় দক্ষিণাঞ্চাবাসীর সুদীর্ঘ আন্দোলনের ফসল হিসেবে চলতি বছরের প্রথম দিকে ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের নির্দেশ দেয় সরকার।

জানা যায়, বিএম কলেজকে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়, স্বঅর্থায়নে পরিচালিত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের একটি মহল। অন্যান্য বিভাগে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাপ্তির অধিকার থেকে এ বিভাগের জনগণকে চিরদিনের মতো বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছে তারা। সেই সঙ্গে ষড়যন্ত্র করা হয় ১২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী এক সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষাঙ্গন কেড়ে নেয়ার। এ অবস্থাতেই আবার ফুঁসে ওঠেছে বরিশালবাসী।

নবেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হওয়া এ আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকে স্থানীয় ছাত্র সমাজ। ছাত্রদল, জাসদ, ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ। এ পরিষদের ব্যানারে চলমান আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বিএম কলেজ ক্যাম্পাস। এতে অংশ নেয় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর প্রকল্পের উপ-পরিচালককে দফায় দফায় অবরুদ্ধ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ভাংচুরে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে বিএম কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের কার্যালয়, অফিস কক্ষ,

বরিশাল : সমগ্র দক্ষিনাঞ্চল অচল করার কর্মসূচীতে নগরের এক সড়কের দৃশ্য

১৭টি ডিপার্টমেন্টসহ অন্যান্য স্থাপনা। ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে আসা পুলিশসহ আহত হয়েছে শিক্ষক ছাত্রনেতা ও সাধারণ ছাত্ররা, ক্যাম্পাসে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটসহ দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েনের ঘটনাও ঘটেছে। এ আন্দোলন এখন আয় ক্যাম্পাসে সীমাবদ্ধ নেই। ছাত্র ঐক্য পরিষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তুলেছে বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ পরিষদ।

অবহেলিত এ দক্ষিণ জনপদে উচ্চ শিক্ষার বিকাশ সাধনের ইচ্ছায় মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৮৮৯ সালে বিএম কলেজে প্রতিষ্ঠা করেন। 'সত্য প্রেম পবিত্রতা'-এ মহান আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাঙ্গনের নামকরণ করা হয় অশ্বিনী কুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামানুসারে। অশ্বিনী কুমার নিজে এ কলেজে শিক্ষকতা করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উন্নত, মননশীল শিক্ষকদের নিয়ে এসেছিলেন এখানে। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্যতম সেরা কলেজ হিসেবে পরিচিতি পায় এ কলেজটি। সেই সঙ্গে 'বাংলার অক্সফোর্ড' খ্যাতিও অর্জন করে এ প্রতিষ্ঠান।

১৯২২-২৮ সালে এ কলেজটিতে ইংরেজি, গণিত, সংস্কৃত ও পালি, দর্শন ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। ১৯৬৫ সালে প্রাদেশিককরণের বদৌলতে কলেজটি পরিণত হয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে।

১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে নতুন ৭টি এবং পরবর্তীতে আরো ৪টি বিষয়ে অনার্স চালু করা হয় এখানে। বর্তমানে এ কলেজটিতে ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ২০টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু আছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৭৮-৭৯ সালে সর্বপ্রথম বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বিএম কলেজসহ দেশের ৫টি সুপ্রতিষ্ঠিত কলেজকে ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এমএ নাসেরকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠিত হয়। এ সময় থেকেই একটি মহল বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের বদলে, নতুন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত কেবিনেট সভা শেষে সার্কিট হাউজে বসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বরিশালে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুর পর এ ঘোষণা আর বাস্তবায়িত হয়নি।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার আলোকে সেই ৫টি সরকারি কলেজকে ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) ড. ইয়াজ উদ্দীন আহমেদকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিও কোনো সুফল বয়ে আনেনি। নানা জটিলতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঞ্চিত হয় দক্ষিণাঞ্চলবাসী। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বরিশালের সন্তান আব্দুর রহমান বিশ্বাসও কিছু করতে পারেননি এ ব্যাপারে। পরবর্তীতে '৯৬তে সরকারের পট পরিবর্তনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি অনেকটা চাপা

পড়ে যায়।

নির্বাচনের পর ২০০৩ সালের ৮ এপ্রিল বরিশাল সফরকালে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বিএম কলেজকে পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে মঞ্জুরি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি ঐ বছরের ৭ আগস্ট বিএম কলেজ পরিদর্শন করে সরকারের কাছে এক প্রতিবেদন দাখিল করে। এ প্রতিবেদনে দেশের অন্যান্য বিভাগের মত বরিশাল বিভাগে একটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এ প্রতিবেদন পেশের কিছু দিন পর হঠাৎ করে সব কার্যক্রমের গতি শ্লথ হয়ে যায়। বরিশাল অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে ফের অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

ফের আন্দোলন শুরু হয়। বিএম কলেজ কেন্দ্রিক এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি ক্যাম্পাসে। ২০০৪ সালের নবেম্বরে এ আন্দোলন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। নবেম্বরের ২৯ তারিখ আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় বাস-টেম্পু শ্রমিকদের এক ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় সড়ক অবরোধ করতে গেলে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত।

এ ঘটনার পর আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে ওঠে। আন্দোলনের মুখে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় বিএম কলেজ। এ অবস্থায় ক্যাম্পাস ছেড়ে আন্দোলনকারীরা নেমে আসে রাস্তায়। অশ্বিনী কুমার হল প্রাঙ্গণে 'আমরণ অনশত কর্মসূচি' পালন করে আন্দোলনে রক্ত ঝরানো ছাত্রছাত্রীরা। এ সময় স্থানীয় সরকার দলীয় নেতারা এসে তাদের দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে অনশন ভাঙায়।

অতঃপর চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেকের সভায় বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প অনুমোদন লাভ করে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ১৫.১৭ কোটি টাকার বাজেট পাস হয়। এ খবর এ অঞ্চলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই সর্বত্র আনন্দের ঝড় ওঠে। ১৭ জানুয়ারি বরিশাল নগরীতে আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দ-উৎসব করা হয়। কয়েকদিন পর্যন্ত থেকে যায় এ উৎসবের আমেজ। এ উৎসবে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় গণ্যমান্য বা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই তখনো জানতো না যে বিএম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প শেষ হলে এর সামগ্রিক ব্যয় নিজস্ব আয় থেকে মেটাতে হবে।

জানা যায়, সরকারের শীর্ষস্থানীয় একটি মহল বিএম কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে নয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য উদ্ভাবিত মডেলের আদলে পরিচালনার ষড়যন্ত্র করে। ১২৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী বিএম কলেজকে সরকারি খরচে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দক্ষিণাঞ্চলবাসীকে বঞ্চিত করা হয় একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়ার অধিকার থেকে। এ সময় অবশ্য গুটি কয়েক বামপন্থি সংগঠন ছাড়া কেউই এর প্রতিবাদ করেনি।

পরবর্তীতে তৎকালীন কলেজ অধ্যক্ষ ইউসুফ আলী খানকে বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর প্রকল্পের পরিচালক করে বিএম কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বিএম বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে প্রাথমিক অবস্থায় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ কাজ এখনো চলছে। সেই সঙ্গে কলেজে বিদ্যমান বিভাগসমূহের সঙ্গে নতুন ৫টি বিভাগ চালুর প্রক্রিয়াও চলমান। এ কাজ শুরুর প্রায় ৮ মাস পর চলতি মাসের প্রথমদিকে এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ষড়যন্ত্র সর্বমহলে প্রকাশিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের হাজার হাজার মানুষ জানতে পারে তাদের ধোঁকা দিয়েছে সরকার। পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে তাদের দেয়া হয়েছে এক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গোপসাগর থেকে ফরিদপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এ জনপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এক বিশাল ব্যয়ের বোঝা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হলে বর্তমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ৪-৫ গুণ।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ আবার উত্তাল হয়ে ওঠে দক্ষিণ জনপদ। ১৫ নবেম্বর থেকে শুরু হয় আন্দোলন। এবারও আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বিএম কলেজ ক্যাম্পাস। প্রথমাবস্থায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন পৃথক পৃথকভাবে আন্দোলনে নামলেও পরে ঐক্যবদ্ধ হয় তারা। বিএম কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি- ছাত্রদল জেলা সভাপতি মশিউল আলম সেন্টুকে আহ্বায়ক করে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদ। এ পরিষদে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন বাকসুর জিএস- ছাত্রদল নেতা আবু জাফর সিকদার বাদল, জাসদ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা আনিসুজ্জামান আনিস, জেলা ছাত্রদলের পারভেজ আকন বিপ্লব, মহানগর ছাত্রদলের জিএস আতায়ে রাব্বি, নগর ছাত্র শিবিরের ছগির বিন সাইদ, শহিদুল ইসলাম ও ছাত্র মজলিস নেতা জিয়াউল ইসলাম। এছাড়া এ পরিষদের সদস্য হিসেবে আছেন ছাত্রদল, শিবির, জাসদ- ছাত্রলীগ ও ছাত্র মজলিসের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

১৫ নবেম্বরের পর থেকে প্রতিদিনই বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ-মিছিল-সমাবেশ করা শুরু করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য পরিষদ। সেই সঙ্গে বিএম কলেজসহ নগরীর বিভিন্ন কলেজে ক্লাস ডায়াসিংয়ের মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি শুরু করে। খুব দ্রুত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এ আন্দোলন। ১৭ নবেম্বর মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে ঐক্য পরিষদ। এদিন হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে।

২০ নবেম্বর বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা বিএম কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্পের বর্তমান পরিচালক মোঃ নিজাম উদ্দিনকে দফায় দফায় অবরুদ্ধ করে। এ সময় তারা অধ্যক্ষের কার্যালয়, উপাধ্যক্ষের কার্যালয় অফিস কক্ষ, শিক্ষক পরিষদ, কলেজ অডিটরিয়াম ও ফোন বুথে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। পরিস্থিতি সামলাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন অধ্যক্ষ। পরে তিনি শিক্ষার্থীদের দাবি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অতিসত্বর অবহিত করার আশ্বাস দিয়ে অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তি পান। পরদিনও ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুর চালায় শিক্ষার্থীরা। এই দিন ভাংচুর শুরু হয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের অনিয়ন্ত্রিত বিক্ষোভ মিছিল থেকে। বৃষ্টির মতো ইট-পাটকেল ছুড়ে ভাংচুর চালায় শিক্ষার্থীরা।

পরিস্থিতি সামলাতে ক্যাম্পাসে পুলিশ আসার পর ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ইট পাটকেলের ভয়ে কলেজের মসজিদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় পুলিশ। এরপর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এক প্লাটুন দাঙ্গা পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এদিন কোতোয়ালি পুলিশের এক এসআইসহ আহত হন কলেজের ৩ শিক্ষক ও কমপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী। ২১ নবেম্বর টানা তৃতীয় দিনের মতো উত্তাল হয়ে ওঠে বিএম কলেজ পরিস্থিতি। এদিনও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীরা। ভাংচুর চালান হয় কলেজের সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ক্যান্টিনসহ অন্যান্য স্থাপনায়। আবারও পুলিশ এসে নিয়ন্ত্রণ করে পরিস্থিতি।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
9137450, 0178194753